দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 AUG 1988
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৬

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

056

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

পরীক্ষায় নকল করার অপরাধে বহিষ্কৃত ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে

॥ এ টি এম রফিক ॥

গত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল করার অপরাধে বহিষ্কৃত ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে যশোর বোর্ড শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে বলে বোর্ডের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র আভাস দিয়েছে। বর্তমানে নকল দেশের শিক্ষার মেরুদণ্ডকে যেমন দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে দিচ্ছে তেমনি শিক্ষার মানকে করছে ভূলুণ্ঠিত।

সূত্র মতে, সম্প্রতি যশোর শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে বোর্ড শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং যশোর বোর্ডের চলতি বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র-ছাত্রী নকল করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে বহিষ্কৃত হয়েছে

৭-এর পৃঃ দেখন

যশোর শিক্ষা বোর্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বোর্ড তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। নকলের প্রবণতা রোধে এ ব্যবস্থা নিতে বোর্ড বদ্ধপরিকর। এর মধ্যে গত এসএসসি পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে নকলের অভিযোগে হাতে-নাতে ধৃত হয়েছে ৪ হাজার ৯ শত ৯৫ জন। অন্যদিকে এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছে সর্বমোট ৫ হাজারেরও অধিক ছাত্র-ছাত্রী। বোর্ডের সূত্র মতে, বোর্ডের এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নামকরণ করা হয়েছে ACCADAMIC PUNISHMENT। এ ব্যবস্থার আওতায় প্রাথমিকভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বহিষ্কৃতদের এবং পরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বহিষ্কৃতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কাজ এগিয়ে চলছে।

প্রথম পর্যায়ে বহিষ্কৃত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী ও তার অভিভাবকদের কাছে কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়া হবে। তাছাড়া বিশেষ পর্যায়ে প্রয়োজনবোধে বহিষ্কৃতদের বোর্ডের সামনে হাজির হতে নির্দেশ জারি করা হতে পারে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বহিষ্কৃতদের নিকট থেকে "আর নকল করব না" এমন মুচলেকা গ্রহণ সাপেক্ষে তাদের পুনরায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দানের চিন্তা-ভাবনা করছে। সূত্র মতে, নকলের অপরাধ যদি সামান্য হয় এবং প্রথমবারের মত বহিষ্কৃত হয় তবে ঐ ছাত্র-ছাত্রী যদি বোর্ডের নিকট সবিনয় কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে আর নকল করবো না এই মর্মে অঙ্গীকারনামা দেয় তবে তাদের বেলায় বোর্ডের গৃহীত শাস্তির পরিমাণ লঘু হতে পারে। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী দু'বার বহিষ্কৃত হয়েছে নকলের অপরাধে এবং পরীক্ষার হলে কর্মরত পরিদর্শকদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে তাদের বেলা কঠোর শাস্তি গৃহীত হবে বলে আভাস পাওয়া গেছে।

এছাড়া ৩ বার বা তারও বেশীবার নকলের অভিযোগে বহিষ্কার হয়েছে, তাদের আর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না দেয়ার জন্য বোর্ড চিন্তা-ভাবনা করছে। অপরদিকে যে সকল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বহিষ্কৃত হয়েছে সে সকল স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়ার সিদ্ধান্ত ও যে সকল পরিদর্শক বহিষ্কৃত হয়েছে তাদের ৩/৫ বছরের মধ্যে পরিদর্শকের দায়িত্বে না দেয়ার বিষয়টিও বোর্ডের সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত থাকছে।

সূত্রটি যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক গাজী আঃ সালামের বরাত দিয়ে জানান যে, যশোর শিক্ষা বোর্ড নকল প্রবণতা রোধে ইতিমধ্যে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাতে শুভ ফল লাভ করেছে, এবং ভবিষ্যতে এ পদক্ষেপ বাস্তব ফল লাভ করবে বলে আশা করছে। নকলের প্রবণতা এখন শহর ছাড়িয়ে গ্রাম পর্যায়ে দ্রুত প্রসার লাভ করায় শিক্ষার মান ভূলুণ্ঠিত।